সঞ্চয়পত্র সম্পর্কিত
প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাদির উত্তর

ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
ওয়েবসাইটঃ www.bb.org.bd/

এই প্রচারের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত বর্ণনাঃ অনুসরণীয় মুল নির্দেশনার জন্য অথবা কোন মতপার্থক্য/বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র বিধিমালা (১৯৭৭, সংশোধিত-২০১৫), পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা (২০০৯, সংশোধিত-২০১৫), পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা (২০০৪, সংশোধিত-২০১৫) এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার/সার্কুলার লেটার দ্রষ্টব্য।

ক. সঞ্চয়পত্র কী, এ পর্যন্ত প্রবর্তিত মোট সঞ্চয়পত্রের প্রকল্পের তথ্য এবং বর্তমানে চলমান সঞ্চয়পত্রের প্রকল্পের তথ্য

১. সঞ্চয়পত্র কী?

উঃ সঞ্চয়পত্র সেভিংস সার্টিফিকেট বা সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টস নামেও পরিচিত। সঞ্চয়পত্র হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি বিনিয়োগ প্রকল্প যা হতে সময়ে সময়ে (মাসিক/ত্রৈমাসিক/মেয়াদান্তে) মুনাফা এবং মেয়াদান্তে আসল পরিশোধ করা হয়ে থাকে। সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিতকরণের ফলে সরকারের ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে সহায়ক হয়। এছাড়াও, দেশের স্বল্প আয়ের জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি, দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন- মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনয়ন, বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সঞ্চয়পত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

২. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রবর্তিত সঞ্চয়পত্রের প্রকল্প সংখ্যা কয়টি, কি কি এবং এর মেয়াদকাল ?

উঃ ১০টি।

ক্রমিক নং	সঞ্চয়পত্রের নাম	মেয়াদ (বছর)	প্রবর্তন	বাতিল
১	বাংলাদেশ সেভিংস সার্টিফিকেট্স/ বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১০	১৯৭৩	১৯৭৭
২	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	৮	১৯৭৬	২০০২
৩	পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৫	১৯৭৭	-
৪	বোনাস সঞ্চয়পত্র	৬	১৯৭৭	১৯৯২
৫	তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	৩	১৯৮৮	১৯৯৩
৬	ছয় মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৫	১৯৯৭	২০০২
৭	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৫	১৯৯৭	২০০২
		৫	২০১০*	-
৮	তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৩	১৯৯৮	-
৯	জামানত সঞ্চয়পত্র	৩	১৯৯৯	২০০২
১০	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৫	২০০৪	-

*** ২০১০ সালে পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনরায় প্রবর্তন করা হয়।**

৩. বর্তমানে কয়টি সঞ্চয়পত্রের প্রকল্প চালু রয়েছে, কি কি এবং উক্ত সঞ্চয় প্রকল্পসমূহের মেয়াদ কত?

উঃ ৪টি। যথা ঃ-

(ক) পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, মেয়াদ- ৫(পাঁচ) বছর;

(খ) পরিবার সঞ্চয়পত্র, মেয়াদ- ৫(পাঁচ) বছর ;

(গ) তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, মেয়াদ- ৩ (তিন) বছর ও

(ঘ) পেনশনার সঞ্চয়পত্র, মেয়াদ- ৫(পাঁচ) বছর ।

খ. সঞ্চয়পত্র কোথায় কিনতে পাওয়া যায় এবং সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের যোগ্যতা

১. কোথায় সঞ্চয়পত্র কিনতে পাওয়া যায়?

উঃ ৪টি প্রতিষ্ঠান হতে সঞ্চয়পত্র কিনতে পাওয়া যায়।

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস (সদরঘাট ও ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত);

খ. শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত সকল তফসিলি ব্যাংক;

গ. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনস্থ সকল সঞ্চয় ব্যুরো অফিস এবং

ঘ. ডাকঘরসমূহে (Post Office)।

২. প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র উল্লিখিত সব প্রতিষ্ঠান থেকে কি কিনতে পাওয়া যায়?

উঃ না। সঞ্চয়পত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুধুমাত্র জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন 'সঞ্চয় ব্যুরো' কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৩. সঞ্চয়পত্র কারা ক্রয় করতে পারেন?

উঃ

সঞ্চয়পত্রের নাম	ক্রয়ের যোগ্যতা
পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	**ব্যক্তিপর্যায়েঃ** • প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক একক বা যুগ্ম নামে। **প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েঃ** • আয়কর বিধিমালা , ১৯৮৪ (অংশ-২)-এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি(২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সালের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী পরিচালিত স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিল এবং • আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোলট্রি ফিডস্ উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতা পাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।
পরিবার সঞ্চয়পত্র	• ১৮(আঠার) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নারী, • ৬৫(পয়ষট্টি) বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক। • প্রাপ্ত বয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশী নাগরিক। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবন্ধীতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	**ব্যক্তিপর্যায়েঃ** • প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক একক বা যুগ্ম নামে। **প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েঃ** • অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা যে সকল প্রতিষ্ঠান অটিস্টিকদের সহায়তায় কাজ করে। তবে শর্ত থাকে যে, মুনাফার অর্থ অটিস্টিকদের সহায়তা কাজে ব্যয় হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজ সেবা অফিস হতে প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	• সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত,আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পিআরএল ভোগরত/ অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী; • সুপ্রীম কোর্টের পিআরএল ভোগরত/ অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি, • সশস্ত্র বাহিনীর পিআরএল ভোগরত/ অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং • উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভূক্ত মৃত চাকুরীজীবীদের পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তানগণ।

৪. নাবালক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারে কি-না ?

উঃ "জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এ আপাততঃ নাবালক বা নাবালকের পক্ষে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সঞ্চয়পত্র কেনার সুযোগ নেই।

গ. সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের পদ্ধতি, সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মূল্য প্রদান এবং সঞ্চয়পত্রের ক্রয়সীমা

১. সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের আবেদন কিভাবে করতে হয়?

উঃ প্রতিটি সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরপূর্বক যেকোন ইস্যু অফিসে দাখিল করতে হবে। সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের আবেদন ফরম যেকোন ইস্যু অফিস থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায় অথবা ওয়েব সাইট থেকে Download করে তা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে ব্যবহার করা যাবে।

২. সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরমের সাথে কি কি কাগজপত্র প্রদান করতে হয় ?

উঃ

ব্যক্তিপর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ

ক) ক্রেতা ও নমিনি প্রত্যেকের ০২ (দুই) কপি করে পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি (নমিনির ছবি ক্রেতা কর্তৃক সত্যায়িত);
খ) ক্রেতা ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি (নমিনি নাবালক হলে তার জন্মনিবন্ধন এবং প্রত্যয়নকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি);
গ) ক্রেতা(গণ)-এর E-TIN সার্টিফিকেটের কপি (বিনিয়োগের পরিমাণ ১.০০ (এক) লক্ষ টাকার বেশী হলে) ;
ঘ) গ্রাহকের নিজ ব্যাংক হিসাবের (যে হিসাবে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও আসল EFT-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা করা হবে) MICR চেক এবং MICR সাদা চেকের কপি (একক নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক নামের ব্যাংক হিসাবের চেক অথবা যুগ্ম নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে যুগ্ম নামের ব্যাংক হিসাবের চেক) এবং
ঙ) পেনশনার সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুরণকৃত প্রাপ্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের সনদপত্র এবং PPO (Pension Payment Order)/EPPO(Electronic Pension Payment Order)-এর ফটোকপি অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনকৃত পিএসপি-২ ফরম।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ

ক) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বীকৃতপত্র অথবা ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ দ্বারা পরিচালিত ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার গেজেট নোটিফিকেশন/প্রজ্ঞাপন, ভবিষ্য তহবিলের নামে ট্যাক্সপেয়ার আইডেনটিফিকেশন নম্বর (E-TIN), পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী, লেনদেন পরিচালনাকারীদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, ভবিষ্য তহবিলের ব্যাংক হিসাব বিবরণী, উক্ত হিসাবের MICR চেক এবং MICR সাদা চেকের কপি;
খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুযায়ী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের প্রত্যয়ন, পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী, লেনদেন পরিচালনাকারীদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব বিবরণী , উক্ত হিসাবের MICR চেক এবং MICR সাদা চেকের কপি এবং
গ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা যে সকল প্রতিষ্ঠান অটিস্টিকদের সহায়তায় কাজ করে, সেসকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী, লেনদেন পরিচালনাকারীদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব বিবরণী, উক্ত হিসাবের MICR চেক এবং MICR সাদা চেকের কপি।

৩. সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদ ও চেকের ব্যবহার কিভাবে হয়?

উঃ নগদে সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যায় এবং ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার নিজ হিসাবের চেক ব্যবহার করতে হবে। তবে ক্রেতা চাইলে যেকোনো অঙ্কের সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের জন্য নিজ হিসাবের চেক ব্যবহার করতে পারবেন।

৪. কোন প্রকার সঞ্চয়পত্রে কত টাকা বিনিয়োগ করা যায় ?

উঃ বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়পত্রের ক্রয়সীমা নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং	সঞ্চয় প্রকল্পের নাম	সর্বনিম্ন ক্রয়সীমা (টাকা)	সর্বোচ্চ ক্রয়সীমা (টাকা)		
			ব্যাক্তি পর্যায়ে		প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ
			এক নামে	যুগ্ম নামে	
১.	তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ লক্ষ	৩০ লক্ষ	৬০ লক্ষ	উর্ধসীমা নাই
২.	পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১০ টাকা	৩০ লক্ষ	৬০ লক্ষ	উর্ধসীমা নাই
৩.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১০ হাজার	৪৫ লক্ষ	-	-
৪.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৫০ হাজার	৫০ লক্ষ*	-	-

*তবে আনুতোষিক ও সর্বশেষ ভবিষ্য তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের বেশী নয়।

- ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র তিনটি স্কিমের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা যৌথ নামে সর্বোচ্চ ১(এক) কোটি টাকা।

ঘ. মুনাফা, মুনাফা ও মেয়াদপূর্তিতে আসল প্রদান প্রক্রিয়া, পুনঃবিনিয়োগ এবং মুনাফার উপর উৎসে আয়কর

১. সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কখন পরিশোধ করা হয় ?

উঃ সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের পর অর্থাৎ নীট প্রাপ্য নিম্নোক্ত কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

ক্রঃ নং	সঞ্চয়পত্রের নাম	মুনাফা প্রাপ্তির সময়কাল
১.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	মাসিক/প্রতি মাসে
২.	তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	তিন মাস অন্তর
৩.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	তিন মাস অন্তর
৪.	পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	মেয়াদান্তে

২. ১,০০,০০০/=(এক লক্ষ) টাকার ক্রয়কৃত বিভিন্ন সঞ্চয়পত্রের মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ ?

উঃ ১,০০,০০০/=(এক লক্ষ) টাকার ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের পর অর্থাৎ নীট প্রাপ্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক কিস্তি মুনাফার পরিমাণ *(সরকারী নির্দেশে উৎসে কর প্রদানের হার পরিবর্তিত হলে কিস্তির পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে)* নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	সঞ্চয়পত্রের নাম	প্রাপ্তির সময়কাল	প্রাইজবন্ড ও ডাক জীবন বীমা ব্যতীত সকল প্রকার সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ			
			১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
			৫% উৎসে আয়কর বাদদিয়ে	১০% উৎসে আয়কর বাদ দিয়ে	১০% উৎসে আয়কর বাদ দিয়ে	১০% উৎসে আয়কর বাদ দিয়ে
১.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	মাসিক/প্রতি মাসে	৳৯১২/-	৳৮৬৪/-	৭৮৭.৫/-	৭১২.৫/-
২.	তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	তিন মাস অন্তর	৳২৬২২/-	৳২,৪৮৪/-	৳২২৫০/-	৳২০২৫
৩.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	তিন মাস অন্তর	৳২৯৪০/-*	৳২,৬৪৬/-	৳২৪১৮.৭৫/-	৳২১৯৩.৭৫/-

*পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর কোন উৎসে কর কর্তন করা হয়না।

৩. বর্তমানে প্রচলিত সঞ্চয়পত্র সমূহের মুনাফার হার কি রূপ ?

উঃ প্রচলিত সঞ্চয়পত্র সমূহের বর্তমানে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর ২১/০৯/২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৪৭ অনুযায়ী) মুনাফার হার নিম্নরূপ: (সরকারী আদেশে যে কোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে)

সঞ্চয়পত্রের নাম	সময়সীমা	প্রাইজবন্ড ও ডাক জীবন বীমা ব্যতীত সকল প্রকার সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ		
		১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বৎসরান্তে	৯.৩৫%	৮.৫৪%	৭.৭১%
	২য় বৎসরান্তে	৯.৮০%	৮.৯৫%	৮.০৮%
	৩য় বৎসরান্তে	১০.২৫%	৯.৩৬%	৮.৪৫%
	৪র্থ বৎসরান্তে	১০.৭৫%	৯.৮২%	৮.৮৬%
	৫ম বৎসরান্তে	১১.২৮%	১০.৩০%	৯.৩০%
তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বৎসরান্তে	১০.০০%	৯.০৬%	৮.১৫%
	২য় বৎসরান্তে	১০.৫০%	৯.৫১%	৮.৫৬%
	৩য় বৎসরান্তে	১১.০৪%	১০.০০%	৯.০০%
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বৎসরান্তে	৯.৭০%	৮.৮৭%	৮.০৪%
	২য় বৎসরান্তে	১০.১৫%	৯.২৮%	৮.৪২%
	৩য় বৎসরান্তে	১০.৬৫%	৯.৭৪%	৮.৮৩%
	৪র্থ বৎসরান্তে	১১.২০%	১০.২৪%	৯.২৯%
	৫ম বৎসরান্তে	১১.৭৬%	১০.৭৫%	৯.৭৫%
পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বৎসরান্তে	৯.৫০%	৮.৬৬%	৭.৮৩%
	২য় বৎসরান্তে	১০.০০%	৯.১১%	৮.২৫%
	৩য় বৎসরান্তে	১০.৫০%	৯.৫৭%	৮.৬৬%
	৪র্থ বৎসরান্তে	১১.০০%	১০.০৩%	৯.০৭%
	৫ম বৎসরান্তে	১১.৫২%	১০.৫০%	৯.৫০%

৪. সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও মেয়াদপূর্তিতে আসল কিভাবে প্রদান করা হচ্ছে ?

উঃ সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস, তফসিলী ব্যাংকের সকল শাখা, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো ও ডাকঘর হতে ক্রয়কৃত সকল প্রকার সঞ্চয়পত্রের আসল(মেয়াদপূর্তিতে)ও মুনাফা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রেতা/ক্রেতাগণ-এর ব্যাংক হিসাবে জমা করা হচ্ছে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে ভাঙালেও আসল ও প্রাপ্য মুনাফা ক্রেতা/ক্রেতাগণ-এর ব্যাংক হিসাবে জমা করা হবে। ০১/০৭/২০১৯ তারিখ হতে প্রাপ্য কোনো প্রকার অর্থ (মুনাফা ও আসল) নগদে প্রদান করা হচ্ছে না।

৫. সঞ্চয়পত্র কখন ভাঙ্গালে মুনাফা পাওয়া যায় না ?

উঃ সকল প্রকার সঞ্চয়পত্রে ১ বছর পূর্তির পূর্বে নগদায়ন/ভাঙ্গালে কোন মুনাফা পাওয়া যায় না।

৬. সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র কি পুনঃবিনিয়োগ যোগ্য ?

উঃ না, শুধুমাত্র পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র পরবর্তী ১(এক) মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগযোগ্য।

৭. সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে আয়কর কর্তন করা হয় কি-না ?

উঃ যখনই ক্রয় করা হোক না ক্রয়কৃত সকল প্রকার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদান কালে নির্ধারিত হারে (মুনাফা থেকে) উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়। তবে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী নির্দেশনানুযায়ী উৎসে করের নির্ধারিত হার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রযোজ্য উৎসে করের হার নিম্নরূপঃ

সঞ্চয়পত্রের নাম	পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ* ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ ৫.০০ লক্ষ টাকার বেশি
পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র,পরিবার সঞ্চয়পত্র এবং তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৫%	১০%

***পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ বলতে পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র ও তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের সর্বমোট স্থিতিকে বুঝাবে।**

সঞ্চয়পত্রের নাম	বিনিয়োগ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বিনিয়োগ ৫.০০ লক্ষ টাকার বেশি
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	০%	১০%

ঙ. নমিনি

১. সঞ্চয়পত্রে নমিনি করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ ভবিষ্যতে সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা/মালিক মারা গেলে আসল ও মুনাফা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঝামেলা এড়াতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়কালে ক্রয় ফরমে এক বা একাধিক (সর্বোচ্চ তিন জন পর্যন্ত) ব্যক্তিকে অথবা কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে শতকরা হারে নমিনি মনোনয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

২. নাবালক/নাবালিকাকে নমিনি করা যায় কি ?

উঃ হ্যাঁ, করা যায়।

৩. সঞ্চয়পত্রের মূল মালিক মারা গেলে কে ভাঙ্গাতে পারবে ?

উঃ নমিনি। নমিনি উল্লেখ না থাকলে আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গ।

৪. নমিনি না করে সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা/মালিক মারা গেলে, কে এগুলো ভাঙ্গাতে/নগদায়ন করতে পারবে ?

উঃ ক্রেতা বা মালিকের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে কোর্ট হতে Succession Certificate সংগ্রহ করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার অনুমোদিত বা প্রদত্ত আইনানুগ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি/উত্তরাধিকারী(Successor) এগুলো ভাঙ্গাতে পারবে।

৫. বিনিয়োগকারী ও নমিনি উভয়ে মারা গেলে কে ভাঙ্গাতে পারবে ?

উঃ Succession Certificate-এর বিপরীতে আইনানুগ উত্তরাধিকারী ভাঙ্গাতে পারবে।

চ. বিবিধ

১. সঞ্চয়পত্র কোথায় ভাঙ্গানো/নগদায়ন করা যায় ?

উঃ বর্তমানে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও আসল মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT-এর মাধ্যমে জমা করা হচ্ছে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের প্রয়োজন হলে যে অফিস থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা হয়,

সেখানে ক্রেতাকে নিজে উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে ক্রেতার ০১(এক) কপি পাসপোর্ট ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও সিস্টেম হতে সরবরাহকৃত সঞ্চয়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে।

২. সঞ্চয়পত্র স্থানান্তর (Transfer) করা যায় কিনা ?

উঃ হ্যাঁ, ০৩/০২/২০১৯ তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্র ইস্যু অফিসের শাখাসমূহে রেজিস্ট্রেশন স্থানান্তর করা যায়।

৩. সঞ্চয়পত্র হারালে, চুরি হলে, পুড়ে গেলে, নষ্ট হলে কি হবে ?

উঃ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের পর "ডুপ্লিকেট" সঞ্চয়পত্র পাওয়া যাবে।

৪. সঞ্চয়পত্র লিয়েন করে বা জামানত রেখে ব্যাংক ঋণ নেয়া যায় কিনা ?

উঃ না, সঞ্চয়পত্র লিয়েন করে বা জামানত রেখে ব্যাংক ঋণ নেয়া যায় না।

৫. ক্রয়সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হলে করণীয় কি ?

উঃ বিনিয়োগকারী ক্রয়সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগের উপর কোনো মুনাফা প্রাপ্য হবেন না; তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতা সীমাতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র নগদায়নপূর্বক মূল অর্থ ফেরত নিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬. বিনিয়োগকারীর মনোনীত ব্যক্তি মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন কি-না ?

উঃ "জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর মনোনীত ব্যক্তি মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীকে Authorisation Letter এর মাধ্যমে মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর সত্যায়নপূর্বক আবেদন করতে হবে। তবে সঞ্চয়পত্রের আসল অর্থ কোনোক্রমেই Authorisation Letter-এর মাধ্যমে প্রদানযোগ্য নয়। "জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এ সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও মেয়াদপূর্তিতে আসল Electronic Fund Transfer(EFT)-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিয়োগকারীর হিসাবে জমা হয় বিধায় বিনিয়োগকারী বা তার মনোনীত ব্যক্তির সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও মেয়াদপূর্তিতে আসল উত্তোলনের জন্য ইস্যু অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।